কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৬৫তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৫তম সভা ০৩/৮/২০১০খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য জনাব মো: বাছির উদ্দিন, সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র জনাব মোঃ খায়রুল বাসার, উপ পরিচালক, ভিটি (ভারপ্রাপ্ত), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থি সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভা গত ১৮/০২/২০১০ইং তারিখ ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ১১/৩/২০১০ তারিখের ৩৪৩ (২৫) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীটির উপর অদ্যাবিধ কোন সদস্যের নিকট হতে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের কোনরুপ মতামত বা মন্তব্য না থাকায় পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে বলে সভাপতি মহোদয় মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ বোরো/২০০৯-২০১০ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

বোরো/২০০৯-২০১০ মৌসুমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ ৫৬টি হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পীর সর্বমোট ১০২ (১ম বর্ষ ১০টি, ২য় বর্ষ ৩৫টি এবং পুনঃট্রায়ালকৃত ৭টি) হাইব্রিড ধানের জাত দেশের ৬টি অঞ্চল যথা ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর এর অনষ্টেশন ও অনফার্মে মোট ১২টি লোকেশনে ট্রায়াল বাস্তাবায়ন করা হয়। উক্ত ট্রায়াল সুষ্ঠু বাস্তাবায়নের নিমিত্তে উল্লেখিথ ১০২টি জাত ৬টি সেটে বিভক্ত করে প্রত্যেক সেটে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিন পর্যন্ত) হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-২৮ এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের উর্ধ্বে) হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-২৯ চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করে উল্লেখিথ ৬টি সেটে যথাক্রমে A সেটে ১৯টি জাত (কোড নং এইচ-৫৫০ থেকে এইচ-৫৬৮), B সেটে ১৯টি জাত (কোড নং এইচ-৫৬৯ থেকে এইচ-৫৮৭), C সেটে ১৯টি জাত (কোড নং এইচ-৫৮৮ থেকে এইচ-৬০৬), D সেটে ১৯টি জাত (কোড নং এইচ-৬০৭ থেকে এইচ-৬২৫), E সেটে ১৯টি জাত (কোড নং এইচ-৬২৬ থেকে এইচ-৬৪৪) এবং F সেটে ১৯টি জাত (কোড নং এইচ-৬৪৫ থেকে এইচ-৬৬৩) সর্বমোট ১১৪টি জাতের (চেকজাতসহ) ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন কর্তৃক যথাসময়ে উল্লেখিত ট্রায়াল সমূহের মাঠ মূল্যায়িত হওয়ার পর প্রাপ্ত ফলাফল "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি" অনুসরনপূর্বক এসসিএ কর্তৃক বিশ্লেষণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড জাতের লোকেশনওয়ারী প্রাপ্ত জীবনকালের ভিত্তিতে স্বল্প জীবকনকাল সম্পন্ন (১৫০দিন পর্যন্ত) হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৮ জাতের সাথে এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের উর্ধ্বে) হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৯ জাতের সাথে Heterosis% বিশ্লেষণ পূর্বক প্রতিটি সেট এর জন্য Table No. ১ থেকে ১৯ পর্যন্ত অঞ্চলভিত্তিক ফলাফলের বিশ্লেষিত তথ্য এবং প্রত্যেক সেটে কোড ভিত্তিক গড় ফলন ও Heterosis% এর Summary table সংযুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, যে সকল জাতগুলোর পরপর ২ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে সে সকল জাতগুলোর ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন ও অনফার্মের Heterosis% এর গড় ফলন একের অধিক অঞ্চলে উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০% বেশী হওয়া সাপেক্ষেই সংশ্লিষ্ট জাতগুলোকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্য সাময়িক নিবন্ধনের বিধান রয়েছে। পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে অনুরুপভাবে অনষ্টেশন ও অনফার্মের ২/৩ বছরের গড় ফলনের Heterosis% বিশ্লেষনের মাধ্যমে ফলাফল উপস্থাপন শেষে সভাপতি মহোদয় ট্রায়ালকৃত ফলাফলের উপর মতামত প্রদানের জন্য আহ্বান জানান। ড. নাসরিন আক্তার, বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর উল্লেখ করেন যে, একই অঞ্চলে অনষ্টেশন ও অনফার্মের এর ফলন কাছাকাছি হওয়া দরকার। এ বিষয়ে ড. সালেহা খাতুন, বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর ও আজিজুল হক, ব্র্যাক একই মত প্রকাশ করেন।

অতপর জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিঃ বলেন যে, বর্তমানে শতাধিক হাইব্রিড জাতের ট্রায়াল বাস্তবায়ন কর হচ্ছে। শতাধিক হাইব্রিড জাতের ট্রায়াল সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা কঠিন। বর্তমান নীতিমালায় নূন্যতম দুইটি অঞ্চলে অনষ্টেশণ ও অনফার্মে পৃথক

পৃথক ভাবে চেক জাত থেকে ২০% অধিখ ফলন হওয়া সাপেক্ষে হাইব্রিড জাতকে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে। তিনি হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধনের জন্য Heterosis % পরিবর্তে সর্বনিম্ন ফলন নির্ধারন বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। এ বিষয়ে জনাব ড. মোঃ খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি মত প্রদান করেন। জনাব হাবিবুর রহমান, পরিচালক (সরেজমিন) ডিএই উল্লেখ করেন যে, চাষীদের জন্য সংখ্যায় কম হলেও ভাল জাতের বীজ দরকার জনাব এফ আর মালিক বলেন যে, চলতি বৎসরে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড জারেত ফলাফল "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি" অনুসরন পূর্বক বিবেচনা করা দরকার। তিনি বর্তমান পদ্ধতিটিকে আরও Update করা দরকার বলেও মতামত প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় বলেন যে, হাইব্রিড জাত মুল্যায়ণ, নিবন্ধণ ও বাজারজাতকরণ বিষয়টি আরো শক্তিশালী নীতিমালার উপর দাঁড় করানো দরকার এবং সরকারী বেসরকারী জাত মূল্যায়ণ, নিবন্ধণ ও বাজারজাতকরণ বিষয়টি আরো শক্তিশালী নীতিমালার উপর দাঁড় করানো দরকার এবং সরকারী বেসরকারী প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে কমিটির মাধ্যমে বর্তমান পদ্ধতিটি সংশোধন করা যেতে পারে বলে মতামত দেন।

আলোচনা শেষে সভাপতি মহোদয় কর্তৃক ২০০৯-২০১০ বোরো মৌসুমে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের গোপনীয় কোড (এসসিএ কর্তৃক সংরক্ষিত) উন্মুক্ত করেন এবং ফলাফল Compilation পূর্বক উপস্থাপন করতে বলেন। অতঃপর Compilation Report উপস্থাপন করা হলে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ ১ (১) ঃ ২০০৮-২০০৯ এবং ২০০৯-২০১০ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্ঠেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে ২০% এর অধিক হয়ো সাপেক্ষে নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

ক) ইস্পাহানী মার্সেল লিঃ এর আগমনী (JBS-17-4) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্টগাম অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৫৩৪ ও এইচ-৫৮০)।

খ) সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ এর রাডার (NK 5017) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৪৯৩ ও এইচ-৫৫১)।

গ) হিমাদ্রী লিঃ এর মনিহার-৫ (LE-008) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্সে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৪৮২ ও এইচ-৬৩২)।

ঘ) হিমাদ্রী লিঃ এর মনিহার-৬ (LE-021) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৫৩০ ও এইচ-৬২৮)।

ঙ) নর্দান এগ্রিকালচারাল এন্ড ইন্ডষ্ট্রিয়াল কোং লিঃ এর বালিয়া-১ হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৪৯৮ ও এইচ-৬২৩)।

চ) নর্দান এগ্রিকালচারাল এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কোং লিঃ এর মনিহার-৭ (JBS-17-1) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৪৯২ ও এইচ-৫৭৬)।

ছ) নাফকো প্রাঃ লি এর নাফকো-১০৮ (Q 108) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৪৪৭ ও এইচ-৫৯৭)।

জ) মেটাল সীড লিঃ এর সাফল্য-১ (JKRH-401) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৫২৯ ও এইচ-৫৮৪)।

ঝ) মিতালঅ এগ্রো সীড ইন্ডাষ্ট্রিজ এর মিতালী-১২ (HSN-2) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৫১৭ ও এইচ-৬০৬)।

ঞ) আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন এর রূপালী (HE-88) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো- (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৪৬১ ও এইচ-৬১৫)।

সিদ্ধান্ত-১ (২) ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসরনে প্রথম বর্ষ পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে প্রথম বছরের ফলাফল বাদ দিয়ে শেষ দুই বছরের গড় ফলন এবং দ্বিতীয় বছরের পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে প্রথম বছরের ফলাফল বাদ দিয়ে শেষ তিন বছরের গড় ফরন বিবেচনায় এনে অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে গড় ফলন ২০% এর অধিক হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে অঞ্চল ভিত্তিক সাময়িকভাবে ও নিম্ন বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

ক) ইউনাইটেড সীড স্টোর লিঃ এর পুনঃট্রায়ালকৃত মালিতি-৮ (WBR-8) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ১ম বর্ষ পুনঃট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৪৩১ ও এইচ-৬৩৯)। উল্লেখ্য যে এ জাতটি ইতোপূর্বে কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন কর হয়েছে।

খ) আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন লিঃ এর পুনঃট্রায়ালকৃত এইচ বি -৯ (আলোড়ন-২) হাইব্রিড জাতটি যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ১ম বর্ষ পুনঃট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৪৭৩ ও এইচ-৬২৭। উল্লেখ যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

গ) ব্র্যাক এর পুনঃট্রায়ালকৃত ব্র্যাক-৫ (শক্তি-২) হাইব্রিড জাতটি রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ১ম বর্ষ পুনঃট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৪৩৬ ও এইচ-৫৮২। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে)।

শর্তাবলী নিম্নরুপ ঃ

শর্ত ১ ঃ বীজ আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ট্রায়াল আবেদন পত্রে অন্যান্য তথ্যে সাথে উৎস দেশের সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবিত জাতের প্রদত্ত নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

শর্ত ২ ঃ এক বছরের আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে বিক্রি করা যাবে না। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধকৃত তা লিখতে হবে।

শর্ত ৩ ঃ যে নামে হাইব্রড জাত নিবন্ধন করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ পূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

শর্ত ৪ ঃ বীজের গুনাগুন পরীক্ষার নিমিত্তে Suplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকার হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত MOU ও Portarrival report সঠিক সময় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে।

শর্ত ৫ ঃ পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে কোন জাতকে দুইবারের বেশী পুনঃট্রায়াল করার অনুমতি দেয়া যাবে না।

শর্ত ৬ ঃ হাইব্রিড ধানের জাত বিদেশ থেকে আমদানীর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে নিজস্বভাবে উদ্ভাবনীতে উৎসাহিত করা হবে।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর ৫৭৭৮-১৫৬-৩ এইচআর ১৪ ও বিআর ৫৯৯৯-৮২-৩-২ এইচআর ১ কৌলিক সারি দু'টি যথাক্রমে ব্রি ধান-৫৩ এবং ব্রি ধান-৫৪ হিসেবে আমন মৌসুমে ছাড়করণ প্রসংগে।

ক) ব্রি ধান-৫৩ ঃ প্রস্তাবিত ব্রি ধান-৫৩ এর কৌলিক সারিটি বিআর ২৩ জাতের সাথে বিআর ৮৪৭-৭৬-১-১ এর ক্রসের ফলে সৃষ্ট F1 এর সাথে পুনরায় বিআর ১০ এর সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাতি। ব্রি'র বর্ণনামতে প্রস্তাবিত জাতটি দেশের লবনাক্ত প্রবন অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে যেখানে ৮-১০ ডিএস/মি পর্যন্ত লবনাক্ততা থাকে বিশেষ করে লবনাক্ত চিংড়ি ঘেরে (Brsckish shrimp field) আবাদের জন্য উপযুক্ত। তবে এ জাতটি যেখানে লবনাক্ততা নেই সে জমিতেও চাষ করা যাবে। প্রস্তাবিত জাতটি ব্রি ধান-৪০ ও ব্রি ধান-৪১ থেকে ১২-১৪

দিন আগাম কিন্তু ফলন একই রকম (৪.৫-৫.৫ টন/হেঃ)। এ ধানের চাল মাঝারী সরু এবং ভাত ঝরঝরে। এছাড়া এ জাতের Spikelet এর tip এ এবং Leaf sheath এর গোড়ায় purple colour আছে।

উক্ত জাতটি ২০০৯-১০ রোপা আমন মৌসুমে দেশের ৩টি অঞ্চলে যথা বরিশাল, যশোর ও চট্টগ্রাম এর ছয়টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তাবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ণ দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

খ) ব্রিধান-৫৪ ঃ প্রস্তাবিত ব্রি ধান-৫৪ এর কৌলিক সারিটি বিআর ১১৮৫-২বি-১৬-১ এবং বিআর ৫৪৮-১২৮-১-১-৩ এর সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। ব্রি বর্ণনামতে প্রস্তাবিত জাতটি দেশের লবনাক্ত প্রবণ অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে যেখানে ৮-১০ ডিএস/মি পর্যন্ত লবনাক্ততা থাকে বিশেষ করে লবনাক্ত চিংড়ি ঘেরে (Brsckish shrimp field) আবাদের জন্য উপযুক্ত। তবে এ জাতিট যেখানে লবনাক্ততা নাই সে জমিতেও চাষ করা যাবে। প্রস্তাবিত জাতটি ব্রি ধান-৪০ ও ব্রি ধান-৪১ থেকে ১০-১২ দিন আগাম কিন্তু ফলন একই রকম (৪.৫-৫.৫ টন/হেঃ)। এ চাউল মাঝারী সরু এবং ভাত ঝরঝরে। এছাড়া এ জাতের চালের মাঝখানে ছোট সাদা দাগ আছে।
উক্ত জাতটি ২০০৯-১০ রোপা আমন মৌসুমে দেশের ৩টি অঞ্চল যথা বরিশাল, যশোর ও চট্টগ্রাম এর ছয়টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট পাওয়া গিয়েছে। ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সদস্য ও প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট প্রস্তাবিত ব্রিধান ৫৩ ও ব্রিধান ৫৪ জাত সম্পর্কে মতামহ আহ্বান করেন। এ প্রেক্ষিতে ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি উল্লেখিত প্রস্তাবিত জাত দু'টি সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করেন।
অতঃপর সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, ব্রি'র তথ্য মোতাবেক দেখা যায় প্রস্তাবিত জাত দু'টির লবন সহিষ্ণুতা, ফলন ক্ষমতা এবং জীবন কাল প্রায় একই রকম। প্রস্তাবিত জাত দু'টির মধ্যে অন্য কোন পার্থক্য আছে কিনা এ বিষয়ে জানতে চান। এ প্রেক্ষিতে ড. ছালেহা খাতুন, প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি উল্লেখ করেন যে, জাত দু'টির জেনেটিক Back ground এ ভিন্নতা রয়েছে। এ ছাড়া প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৫৩ জাতের Spikelet এর tim এ এবং Leaf sheath এর গোড়ায় purple colour আছে এবং প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৫৪ জাতের চালের মাঝখানে ছোট সাদা দাগ আছে যা দিয়ে জাত দু'টি আলাদা করা যাবে। অতঃপর ড. সালাম, প্রাক্তন পরিচালক (গবেষণা) ব্রি জানান যে, প্রস্তাবিত জাত দু'টি কৃষকের অংশগ্রহনের মাধ্যমে আগাম জাত হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে যা লবনাক্ত চিংড়ি ঘেরে আবাদের জন্য উপযুক্ত।

ড. মোঃ খালেকুজ্জআমন, সদস্য পরিচালক (শস্য) প্রস্তাবিত জাত দু'টিকে লবণ সহিষ্ণু জাত হিসেবে বিবেচনার জন্য ট্রায়াল প্লটে কত ডি এস/মি লবনাক্ততা ছিল তার তথ্যাদি সংযোজন করা দরকার বলে মতামত প্রদান করেন। এ বিষয়ে জনাব মোঃ বাছির উদ্দিন, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী একই মত পোষন করেন এবং ট্রায়লকতৃ প্লটের মাটির লবনাক্ততা নিরুপনের জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয় ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধি সম্পৃক্ত করার বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।

জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, পরিচালক (সরেজমিন) ডিএই, এ জাতের ধান ঝরে পড়ে যায় কি না বা রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় কি না জানতে চাওয়া হলে ব্রি প্রতিনিধি ড. মোঃ রফিুল ইসলাম জানান যে এ জাতের ধান ঝরে পড়ে না এবং ট্রায়াল প্লটে কোন প্রকার রোগবালাই কিংবা পোকামাকড়ের আক্রমন পরিলক্ষিত হয় নাই। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর ৫৭৭৮-১৫৬-১-৩ এইচআর ১৪ ও বিআর ৫৯৯-৮২-৩-২ এইচআর ১ কৌলিক সারি দু'টি যথাক্রমে ব্রিধান-৫৩ এবং ব্রি ধান-৫৪ নতুন জাত হিসেবে আমন মৌসুমে ছাড়করনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহ কর্তৃক উদ্ভাবিত আইআর ৬৬৯৪৬-৩ আর-১৪৯-১-১ ও আইআর ৭৩১০৩-বি-১-১-২-১ কৌলিক সারি দু'টি যথাক্রমে বিনা ধান-৮ এবং বিনা ধান-৯ হিসেবে বোরো মৌসুমে ছাড়করণ প্রসংগে।

ক) বিনা ধান-৮ ঃ বিনা'র বর্ণনামতে প্রস্তাবিত বিনা ধান-৮ এর কৌলিক সারিটি আইআর ২৯ (মধ্যম খাটো, আধুনিক ধানের জত এবং লবনা অসহিষ্ণু) এর সাথে POKKALI (লবন সহিষ্ণু) এর ক্রসের ফলে উদ্ভবিত। কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ার পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের

বিভিন্ন অঞ্চলে বোরো মৌসুমে লবনাক্ত জমিতে এবং লবন মুক্ত স্বাভাবিক জমিতে ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় লবন সহিষ্ণু জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটি পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত ৮-১০ ডিএস/মি এবং চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মিটার মাত্রায় লবনাক্তাতা সহনশীল। ইহা একটি আলোক অসংবেদণশীল জাত। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া ও লম্বা। পরিপক্ অবস্থা পর্যন্ত পাতা ও কান্ডের গোড়ার অংশ সবুজ থাকে। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯০-৯৫ সেঃমিঃ। এ জাতের জীবনকাল ১৩০-১৩৫ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৬.৭ গ্রাম। ৮-১০ ডিএস/মি লবনাক্ত জমিতে হেক্টর প্রতি ফলন ৪.৫-৫.০ টন এবং লবন মুক্ত স্বাভাবিক জমিতে ৬.৫-৭.৫ টন পর্যন্ত পলন পাওয়া যায়। জাতটি ৮-১০ ডিএস/মি লবনাক্ত অবস্থায় ব্রি ধান-৪৭ এর তুলনায় বেশী ফলন দিয়ে থাকে, লবন সহিষ্ণুতা বেশী এবং প্রায় একই সাথে পাকে এবং বীজ পরিপক্ক অবস্থায় ঝরে পড়ে না।

উক্ত জাতটি ২০০৯-১০ বোরো মৌসুমে যশোর অঞ্চলের চারটি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৪টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ণ দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং বাহ্যিকভাবে চেক জাত থেকে প্রস্তাবিত জাতের কোন স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়নি। তবে বিনা কর্তৃপক্ষের বর্ণনা মোতাবেক জেক জাতের মত পাকা অবস্থায় এ জাতের ধান ঝরে পড়ে যায় না। মাঠ মূল্যায়ণ দল থেকেও এ বিষয়ে একই মতামত পাওয়া গিয়েছে। ট্রায়ালকৃত ফলাফল পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হয়।

খ) বিনা ধান-৯ ঃ বিনা'র বর্ণনামতে প্রস্তাবিত বিনা ধান-৯ এর কৌলিক সারিটি RAEGYEONG (কোরিয়ান আধুনিক ধান জাত) এর সাথে POKKALI B (লবণ সহিষ্ণু জাত) এ ক্রসের ফলে উদ্ভবিত। কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোরো মৌসুমে লবনাক্ত জমিতে এবং লবন মুক্ত স্বাভাবিক জমিতে ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় লবন সহিষ্ণু জাত হিসেবে চুড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।
প্রস্তাবিত জাতটি পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত ৮-১০ ডিএস/ম এবং চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মিটার মাত্রায় লবনাক্তাতা সহনশীল। ইহা একটি আলোক অসংবেদনশীল জাত। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া ও লম্বা। পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত পাতা ও কান্ডের গোড়ার অংশ সবুজ থাকে। কুশি পর্যায়ে পাতার রং গাঢ় সবুজ থাকে। জাতটির বীজ প্রস্তাবিত বিনা ধান-৮ এবং ব্রিধান-৪৭ এর তুলনায় মোটা এবং খোসার উপরের দাগগুলো স্পষ্ট। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৮৫-৯২ সেঃমিঃ। এ জাতের জীবনকাল ১৩০-১৩৫ দিন (লবনাক্ত জমি)। ১০০০টি পুষ্ট ধঅনের ওজন ২৯.৯ গ্রাম। চাল মাঝারী মোট। ৮-১০ ডিএস/মি লবনাক্ত জমিতে হেক্টর প্রতি ফলন ৪.০০-৪.৫০ টন এবং লবণ মুক্ত স্বাভাবিক জমিতে ৬.৫-৭.০ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। জাতটি অধিখ লবনাক্ত জমিতে (৮-১০ ডিএস/মি) ব্রিধান-৪৭ এর তুলনায় বেশী ফন দিয়ে থাকে এবং বীজ পরিপক্ক অবস্থায় ঝরে পড়ে না।

উক্ত জাতটি ২০০৯-১০ বোরো মৌসুমে যশোর অঞ্চলের চারটি স্থানে ট্রায়াল বাস্তাবায়ন করা হয়। ৪টি স্থানের মধ্যে ৩টি স্থানে জাতটিকে পুনঃট্রায়ালের সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১টি স্থানে খরা জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট DUS Test সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে। তবে Uniformity পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে মাঠ মূল্যায়ণ দলও একই মত প্রদান করেন। ট্রায়ালকৃত ফলাফল পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সদস্য ও প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট প্রস্তাবিত বিনা ধান-৮ ও বিনা ধান-৯ জাত সম্পর্কে মতামত জানতে চান। এ প্রেক্ষিতে ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা প্রস্তাবিত জাত দু'টি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন। অতঃপর ড. সালেহা খাতুন, ব্রি গাজীপুর যশোর অঞ্চলের বাগেরহাটের দু'টি স্থানে চেক জাত ব্রি ধান ৪৭ এর ফলন ২.৫ টন/হেঃ ও ২.৭ টন/হেঃ ফলন দেখানো হয়েছে যা গ্রহণযোগ্য নয় বলে মতামত ব্যক্ত করেন। অতঃপর জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান, আঞ্চলিক বহিরাংগন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, যশোর উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত বিনা ধান-৮ জাতটি বাহ্যিক ভঅবে জেক জাত ব্রিধান-৪৭ এর সাথে তেমন কোন পাক্য নেই তবে চেক জাত ব্রিধান ৪৭ এর ধান ঝরে পড়ার প্রবনতা থাকলেও প্রস্তাবিত বিনা ধান-৮ এ ধান ঝরে পড়ার প্রবনতা নেই বিধায় এ জাতটিকে ছাড়করণ করা যেতে পারে বলে মতামত দেন। জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, পরিচালক (সরেজমিন) ডিএই, উল্লেখ করেন যে, ব্রি ধান-৪৭ এর ধান ঝরে পড়ার প্রবনতা থাকলেও কৃষকরা লবনাক্ত জাত হসিেবে এর আবাদ করে আসছে। অপর দিকে বিনাধান-৮ এ ধান ঝরে পড়ার প্রবনতা নাই বিধায় ছাড়করণ করা যেতে পারে বলে তিনি মতামত দেন। অপর দিকে যেহেতু প্রস্তাবিত বিনা ধান-৮ এর একটি parents লবন অসহিষ্ণু ফলে ভবিষ্যতে লবনাক্ত জমিতে এ জাতের ফলন হ্রাসের প্রবনতা থাকবে কিনা ব্রি প্রতিনিধির এ ধরনের মতামতের প্রেক্ষিতে জনাব মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম উল্লেখ করেন যে, গত ৫/৬ বৎসর যাবৎ মাঠ পরীক্ষায় এ ধরনের কোন প্রবনতা পরিলক্ষিত হয় নাই। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উল্লেখ করেন, যে সমস্ত জাত লবণ সহিষ্ণু জাত হিসেবে বিবেচিত হবে সে সকল জাতের মাঠ মূল্যায়ণের সময় মাটিতে কি পরিমাণ লবনাক্ততা আছে তা সঠিকভাবে নিরুপনের জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধিকে সম্পৃক্ত করা দরকার বলে পুনরায় মতামত প্রদান করেন। অতঃপর ড. মোঃ খালেকুজ্জামান, সদস্য পরিচালক (শস্য) উল্লেখ্য

করেন যে, ফকিরহাটে একটি স্থানে চেকজাতে ব্রি ধান ৪৭ থেকে প্রস্তাবিত বিনা ধান-৯ এর ফলন অনেক কম। সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, কৃষকের মাঠে বিনা ধান-৮ এর সম্পূর্ণ গুনাগুণ বজায় না থাকলেও ৮০ থেকে ৯০ ভাগ গুণাগুণ বজায় থাকা দরকার। অপর দিকে ডিইউএস (DUS) ও মাঠ মূল্যায়ণ উভয় প্রতিবেদনে দেখা যায় মাঠে প্রস্তাবিত বিনা ধান-৯ এর Uniformity নেই। ফলে প্রস্তাবিত বিনা ধান-৯ এর উপর আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা দরকার। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা ও উপস্থিত সদস্যবর্গের মতামতের ভিত্তিতে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ কর্তৃক উদ্ভাবিত আইআর ৬৬৯৪৬-৩ আর-১৪৯-১-১ কৌলিক সারিটিকে বিনা ধান-৮ নতুন জাত হিসেবে বোরো মৌসুমে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো এবং আইআর ৭৩১০৩-বি-১-১-২-১ কৌলিক সারিটিকে পুনঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ট্রায়ালের জন্য সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক মূল্যায়িত আলুর তিনটি জাত সাগিটা (Sagitta) স্পুন্টা (Spunta) ও কুইন্সি (Quince) যথক্রমে বারি আলু-৩১, বারি আলু-৩২ বারি আলু-৩৩ হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।

ক) বারি আলু-৩১(সাগিটা)ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত কিছু বিদেশী জার্মপ্লাজম প্রক্রিয়াজাতকরণ/ছাড়করণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে হল্যান্ডের জাত সাগিটা (Sagitta) প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হয়েছে যা এ বৎসর জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদেন জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়নিনের বিস্তৃতি কম। পাতা মাঝারি ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় কোন এন্থোসায়ানিন নাই। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আল ডিম্বাকৃতি ও বড় আকারের। আলু রং হালকা হলুদাভ, চামড়া মসৃন। আলু শাসের রং হালকা হলুদাভ। চোখ গভীর। বিগত কয়েব বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পরীক্ষায় সাগিটার গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩৪-৪২ টন পাওয়া গেলেও ডায়মন্টের ফলন ছিল ২৭-৩৩ মেঃ টন। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ৩০.২১ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটির সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জানপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০০৯-১০ মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চলে যথা ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর এর ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তাবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানেই চেক জাত ডায়ামন্ট থেকে ফলন বেশী হওয়ায় মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মতামত দেন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে এক বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে। ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হয়।

খ) বারি আলু-৩২(স্পুন্টা)ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রর বর্ণন মতে বিগত কয়েক বছর যাবত কিছু বিদেশী জার্মপ্লাজম প্রক্রিাজাতকরণ/ছাড়করণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে হল্যান্ডের জাত স্পুন্টা (Spunta) প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হয়েছে যা এ বৎসর জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ মধ্যম আকৃতির এবং কিছুটা ছড়ানো। গড়ে ৫/৬ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিন নাই। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু লম্বাকৃতি ও বড়। আলুর রং হলুদাভ। চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং হালকা হলুদাভ এবং চোখ অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় কদেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩২-৪০ টন পাওয়া গেলেও ডায়ামন্টের ফরন ছিল ২৭-৩৩ মেঃ টন। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ২৬.২৯ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মতই।

উক্ত জাতটি ২০০৯-১০ মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চল যথা ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর এর ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৩টি স্থানে চেক জাত ডায়ামন্ট থেকে ফলন বেশী হওয়ায় মাঠ মূল্যায়ণ দল কর্তৃক জাতটিকে জাঢ়করণের পক্ষে মতামহ দেন এবং অপর ৩টি স্থানে চেক জাত থেকে অপেক্ষকৃত কম ফলন হওয়ায় মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মতামত দেননি। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে এক বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে। ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হয়।

গ) বারি আলু-৩৩(কুইন্সি)ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত কিছু বিদেশী জার্মপ্লাজম প্রক্রিয়াজাতকরণ/ছাড়করণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত করা হয়েছে। এদের মধ্যে হল্যান্ডের জাত কুইন্সি (Quincy) প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে যা এ বৎসর জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ মধ্যম আকৃতির এবং কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়নিনের আধিক্য মোটামোটি। পাতার মধ্য শিরায় কোন এন্থোসায়ানিন নাই। ৯০-৯৫ দিনে আলু

পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকৃতি হতে লম্বাকৃতি। আলুর আকার বড় এবং চামড়ার রং হলুদ। আলুর শাসের রং হালকা হলুদাভ। চোখ অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩১-৪৪ টন পাওয়া গেলেও ডায়ামন্টের ফলন ছিল ২৭-৩৩ মেঃ টন। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ২৯.৪৫ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০০৯-১০ মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চল যথা ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর এর ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানেই চেক জাত ডায়ামন্ট থেকে ফলন বেশী হওয়ায় মাঠ মূল্যায়ণ দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মতামত দেন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে এক বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট পাওয়া গিয়েছে। ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় সদস্য ও প্রতিনিধিবৃন্দের কাছে প্রস্তাবিত আলুর তিনটি জাত সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য আহ্বান করেন। এ প্রেক্ষিতে ড. বিমল চন্দ্র কুন্ডু, উধর্ষ্কতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি, গাজীপুর উল্লেখিত আলু তিনটি জারেত বিস্তারিত তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন। অতঃপর ড. রেজাউল করিম, উপ পরিচালক (মাননিয়ন্ত্রণ), বিএডিসি উল্লেখ করেন যে, উপস্থাপিত তথ্য মোতাবেক দেখা যায় প্রস্তাবিত বারি আলু-৩১ (সাগিটা) এ PLRV ও Rottage loss চেক জাত ডায়মন্ট থেকে বেশী। Ambient condition এ আরও বেশী পরিমান আলু রেখে Rottage loss দেখা যেতে পারে। এ ছাড়া Ambient condition এর পাশাপাশি Cold storage উভয় অবস্থায় সাগিটা Sagitta জাতটি Keeping quality বিএডিসি পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এ ছাড়া প্রস্তাবিত অপর দু'টি জাতের মধ্যে তিনটি স্থানে চেক জাত থেকে ফলন কম হওয়ায় মাঠ মূল্যায়ণ দল স্পুন্টা (Spunta) জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে কোন মতামত দেননি। ফলে স্পুন্টা জাতটির বিষয়ে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যেতে পারে এবং সকল স্থানে চেক জাত থেকে বেশী ফলন হওয়ায় ও মাঠ মূল্যায়ণ দলের মতামতের ভিত্তিতে কুইন্সি (Quincy) জাতটিকে ছাড়করণ করা যেতে পারে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা ও উপস্তিত সদস্যবর্গের মতামতের ভিত্তিতে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক মূল্যায়িত আলুর জাত সাগিটা Sagitta BADC কর্তৃক সংরক্ষণ গুনাগুন (Keeping quality) বিষয়ক প্রতিবেদন প্রদান সাপেক্ষে বারি আলু- ৩১ নতুন জাত হিসেবে ছাড়করনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

২) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক মূল্যায়িত আলুর জাত স্পুন্টা (Spunta) বিষয়ে আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য সুপারিশ করা হলো। (দায়িত্বঃ টিসিআরসি ও এসসিএ)

৩) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক মূল্যায়িত আলুর জাত কুইন্সি (Quincy) বারি আলু-৩২ নতুন জাত হিসেবে ছাড়করনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বিবিধ (ক) গম বীজের অংকুরোদগম মান সর্বনিম্ন ৮০% নির্ধারণ।

খ) আলুর জাত ছাড়করণে সহজীকরণ পদ্ধতি নির্ধারণের নিমিত্তে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ।

গ) গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছাড়া বেসরকারী/প্রাইভেট সেক্টর কর্তৃক উদ্ভাবিত ইনব্রিড ধানের জাত ছাড়করণের বিষয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ।

ঘ) হাইব্রিড গমের মূল্যায়ণ ও নিবন্ধণ পদ্ধতি বিষয়ে একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ণ।

ঙ) ধানে জিরাশাইল জাতটি স্থানীয় জাত হিসেবে তালিকাভুক্তকরণ।

ছ) আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর অনুকুলে নিবন্ধিত হাইব্রিড ধান এলপি-০৫ জাতটির বাণিজ্যিক নাম "মহারাজ" এবং এলপি-৭০ এর বাণিজ্যিক নাম "যুবরাজ" রাখার আবেদন করেছেন।

জ) সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিঃ এর হীরা-১০ (SHD 41) হাইব্রিড জাতটির বাণিজ্যিক নাম সংযুক্ত করণ।

ঝ) ব্র্যাকের নিবন্ধিত হাইব্রিড ধান জাত আলোড়ন ২ (HB09) জাতটির বাণিজ্যিক নাম "সাথী" সংযুক্ত করণ।

সিদ্ধান্ত ঃ উল্লেখিত বিবিধ আলোচ্য বিষয়ের ক থেকে ঝ ক্রমিক পর্যন্ত বিষয়গুলো কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। (দায়িত্ব ঃ এসসিএ)

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিতসকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ ওয়ায়েস কবীর)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ বছির উদ্দিন)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।